

| | |
|-----------|--|
| সমস্যা | - জটিল ও সংকটময় বিষয়, যার সমাধান করা কষ্টকর, কঠিন প্রশ্ন, সংকট অবস্থা, অসুবিধা। |
| পরিধান | - পরিধেয় বস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গে ধারণ। |
| আচার | - চালচলন, ব্যবহার, প্রথা, নিয়ম, পন্থা, রীতি, সংস্কার। |
| অনুষ্ঠান | - উদ্যোগ, আরম্ভ, আয়োজন, অধিবেশন। |
| অভিভাবক | - রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, আশ্রয়দাতা। |
| ঘটক | - যে ঘটায়, ঘটয়িতা, ঘটনার সম্পাদক, যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়ে বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয়। |
| উৎসব | - আনন্দানুষ্ঠান, পর্ব, ধুমধাম, আনন্দানুভূতি, আহ্লাদ। |
| আখ্যায়িত | - সংজ্ঞায়িত, উল্লেখিত। |
| জনপ্রিয় | - লোকপ্রিয়, দশজনে যাকে ভালোবাসে। |
| সম্পত্তি | - ঐশ্বর্য, ধন, বিষয়-আশয়, জায়গা-জমি, সম্বল। |
| নিষিদ্ধ | - নিবারণিত, বারণ বা মানা করা হয়েছে এমন, হারাম, অন্যায়, অন্যায়, অবিহিত, অনুচিত, বে-আইনি। |
| নিজস্ব | - যাতে অন্যের অধিকার নেই এমন, স্বকীয়, আপন। |
| কৃষিজীবী | - কৃষক, কৃষিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী। |

| | |
|---------------|--|
| নবান | - নতুন অন্ন, হৈমন্তী ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত একটি উৎসব। |
| লোকাচার | - সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা। |
| আহার | - সংগ্রহ, সঞ্চয়করণ, উপার্জন, আয়োজন। |
| জীবিকানির্বাহ | - জীবনযাত্রা সম্পাদন, জীবন-যাপন, ভরণ-পোষণ। |
| অনুসারী | - অনুসরণকারী, অনুগমনকারী, অনুযায়ী, অনুরূপ। |
| আয়োজন | - উদ্যোগ, চেষ্টা, সংগ্রহ, জোগাড়, সংগ্রহীত উপকরণ বা খাদ্যসামগ্রী। |
| সমাজব্যবস্থা | - পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠীর রীতি-নীতি বিধি, সমাজ সংরক্ষণের নিয়মাবলি। |
| প্রচলন | - প্রবর্তন, যা চালু করা হয়েছে, চলন, প্রচল, চলছে এমন। |
| মালিকানা | - অধিকার, প্রভুত্ব, স্বামিত্ব। |
| স্মরণীয় | - স্মরণযোগ্য, স্মর্যব্য। |
| অবদান | - কীর্তি, প্রশংসনীয় কর্ম, সুসম্পাদিত কাজ। |

🔍 বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

ক্ষুদ্র, জাতিসত্তা, সংস্কৃতি, বিচিত্র, ঐক্যবন্ধ, বৈচিত্র্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভূখণ্ড, সংখ্যাগুরু, তৎপত্তা, ওঁরাও, মজোলায়, পিতৃতান্ত্রিক, নিষ্পত্তি, বৌদ্ধ, পূজা, পাংপূজা, ঐতিহ্য, লৌকিক, চূড়ান্ত, উত্থাপন, গর্যাপর্য্যা, মাতৃসূত্রীয়, সম্পত্তি, সাংগ্রাহি, মণিপুরি, আকর্ষণীয়, দক্ষ, পৌরাণিক, সংগ্রামী, স্মরণীয়, পরিষ্কার, পার্বণ, নৃতাত্ত্বিক।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



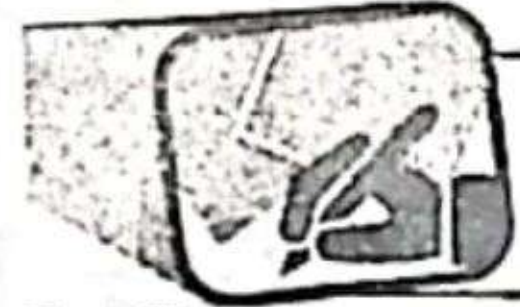
শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক ▶ তোমার এলাকার বিভিন্ন লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)। ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৬০

উত্তর : এ বইয়ের বাংলা ২য় পত্রের 'আমার দেখা একটি মেলা' রচনা অনুসরণ করে তোমার এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া লোকজ-

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরে রচনা লেখ।

উপরের নির্দেশনার ভিত্তিতে এবার তুমি নিজেই একটি রচনা লিখে ফেল।



অনুশীলন



সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি- এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্থূল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উৎসব কোনটি?
 (ক) সাংগ্রাহি (খ) বিজু (●) বৈসু (গ) সোহরাই
২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা জাতীয় মূলধারারই অংশ, কারণ, তারা-
 i. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
 ii. জাতীয় সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
 iii. ধর্মীয় দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii (ক) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
৩. উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 বাবার চাকরির সুবাদে সুমি সিলেটের একটি স্থলে ভর্তি হয়। সেখানে সুমি দাড়িং নামে একটি মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কথা প্রসঙ্গে সুমি জানতে পারে 'দাড়িং' লুসির মায়ের পদবি। শুনে তার কাছে অদ্ভুত লাগে যে বিয়ের পর লুসির বাড়িতেই তার বর চলে আসবে।
৩. উদ্দীপকে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' রচনার কোন জাতিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়?
 (ক) চাকমা (খ) মারমা (●) গারো (ঘ) সাঁওতাল
৪. উদ্দীপকের জাতিসত্তা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, তারা আমাদের-
 i. সংস্কৃতির ধারক
 ii. অবিচ্ছেদ্য অংশ
 iii. ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (●) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রশ্ন ১। বাহার তার বন্ধু সঞ্জীবের সাথে একটি পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পিতৃতান্ত্রিক। তারা দেব-দেবীর পূজা করে এবং নববর্ষ এলে সাংগ্রাহি উৎসব পালন করে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তারা অন্যত্র বেড়াতে যায়। সেখানকার সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। সেখানে পুরুষেরা ধুতি ও মহিলারা 'পিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তৈরি 'সিলুম' পরে। মেয়েরা খাদিকে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।
- ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে কী বলে আখ্যায়িত করে? ১
- খ. পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ- কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' রচনার কোন জাতিসত্তাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. শেষ স্থানটি বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। উদ্দীপক ও রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে 'গর্যাপর্য্যা' বলে আখ্যায়িত করে।
- খ. 'মণিপুরি' সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে।

বাংলা প্রথম পত্র ▶ সপ্তবর্ণী (গদ্য)

● বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরি সম্প্রদায় অন্যতম। তারা যেখানেই বসতি স্থাপন করে সেখানেই কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে তোলে পাড়া। প্রতিটি পাড়াতেই থাকে দেবমন্দির ও মণ্ডপ— যাকে ঘিরে ঐ পাড়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। মণিপুরি সমাজে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পাড়া ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ • উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' রচনার 'মারমা' জাতিসত্তাকে নির্দেশ করে।

● আমাদের এই বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচার।

● উদ্দীপকে বর্ণিত প্রথম স্থানে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠী 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' রচনার মারমা জাতিসত্তাকে নির্দেশ করে। কারণ স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং পিতৃতান্ত্রিক। দেবদেবীর পূজা এবং নববর্ষে সাংগ্রাহি উৎসব পালন করে। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধে উল্লেখিত মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা নববর্ষে সাংগ্রাহি দেবীর পূজা করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের জাতিগোষ্ঠীটি 'মারমা' জাতিসত্তাকেই নির্দেশ করে।

ঘ • শেষ স্থানটি বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।— মন্তব্যটি যথার্থ।

● বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি জাতি। বাঙালি ছাড়াও এদেশে অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তাদের সংস্কৃতি ও জীবনাচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

● উদ্দীপকে বর্ণিত শেষ স্থানটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে। তারা বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে বাস করে। সেখানে সমাজের প্রধানকে রাজা বলা হয় আর গ্রামের প্রধান হলো কারবারি। সেখানকার পুরুষেরা ধুতি এবং মহিলারা পিনন পরিধান করে। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' বর্ণনা অনুযায়ী এরা চাকমা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

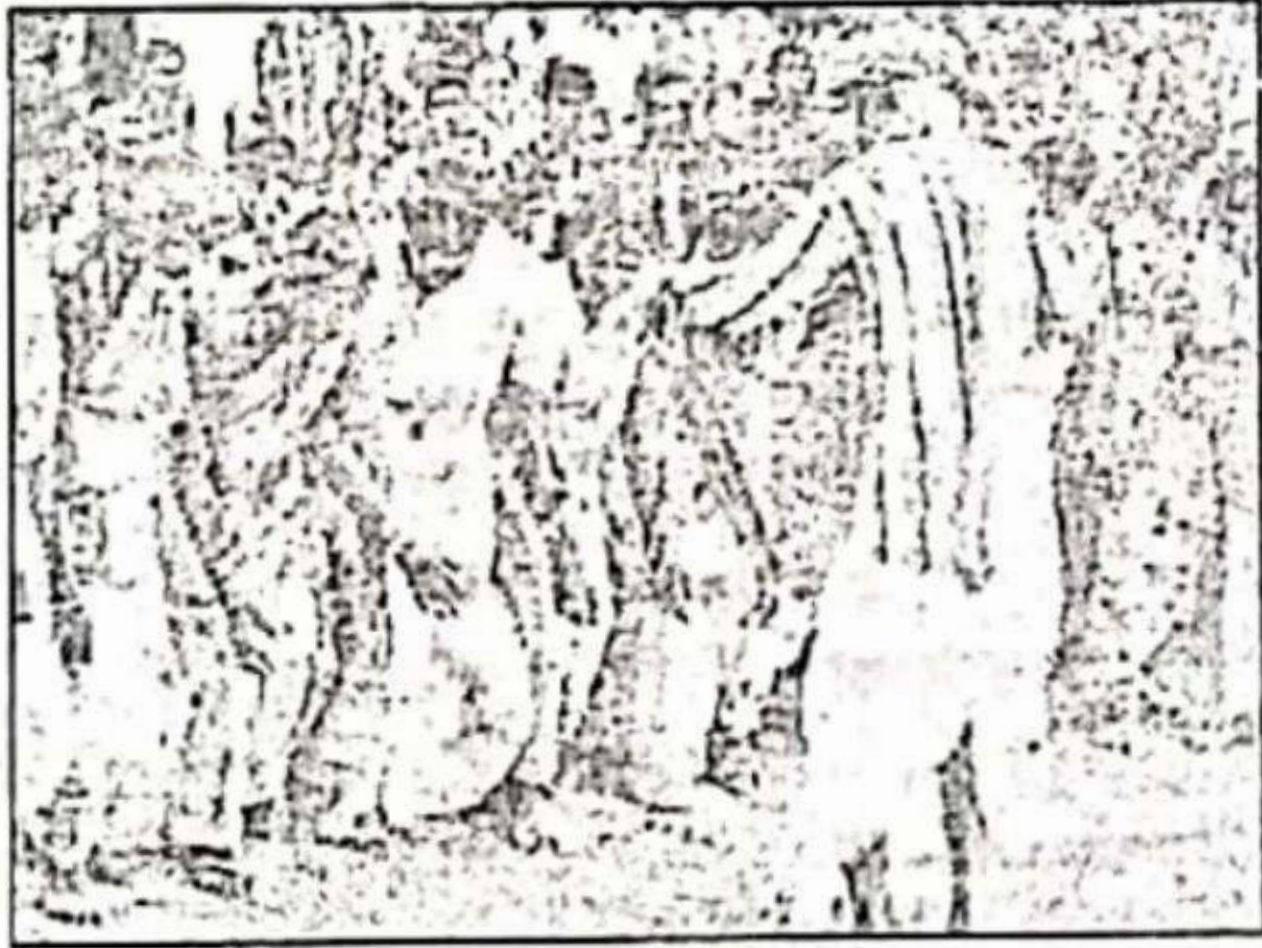
● উদ্দীপক ও আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার একটি চাকমা জাতিসত্তার কথা প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে চাকমাদের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তাতে উপর্যুক্ত বিষয় ছাড়াও বলা হয়েছে, চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি। বিজু উৎসব তাদের অন্যতম প্রধান উৎসব। তারা পহেলা বৈশাখকে 'গর্যাপর্যা' বলে আখ্যায়িত করে। লোকনৃত্যগীত হিসেবে 'জুমনাচ', 'বিজুনাচ' বেশ জনপ্রিয়।

সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাষ্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্য।

প্রশ্ন ২।



[তথ্যসূত্র : আদিবাসী মিথ এবং অন্যান্য— সালেক খোকন।]

- ক. খাদি কী? ১
- খ. মারমাদের সম্পর্কে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গো 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করেনি।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক • খাদি হলো হাতে কাটা সূতা দিয়ে তৈরি কাপড়।
- খ • মারমারা অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করে থাকে।
- মারমারা মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে। মারমারা মঙ্গোলীয় ভাষার অন্তর্গত মারমা ভাষায় কথা বলে। তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও রয়েছে। তারা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে এবং নানান ধর্মীয় ও লোকাচার পালন করে বিয়ে করে। নিজেদের গোত্রে বিয়ে করতে মারমা সমাজে উৎসাহিত করা হয় এবং তাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক হলেও তারা ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকারের কথা বলে। বিয়ের পরে তারা বাবার বাড়ি অথবা স্বশুরবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। রাজাপ্রধান শাসনব্যবস্থা তাদের মাঝে প্রচলিত। তারা জুম চাষ ও বনজ সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের বড় উৎসব হলো নববর্ষে সাংগ্রাহি দেবীর পূজা।

গ • উদ্দীপকের সঙ্গো 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নৃত্য পরিবেশনের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

● বাঙালি ছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। তাদের সংস্কৃতি, জীবনাচার আমাদের থেকে অনেক আলাদা। কিন্তু এরপরেও তারা আমাদেরই অংশ। আমাদের থেকে তারা কখনই আলাদা নয়।

● উদ্দীপকে নাচের একটি চিত্র দেখা যায়, যেখানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করছে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধে আমরা সাঁওতালদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে পারি। তারা বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও সিলেটে বসবাস করে। সাঁওতালদের জীবনযাপনের পাশাপাশি তাদের উৎসব ও নৃত্য প্রদর্শনের দিকটি ব্যস্ত হয়েছে প্রবন্ধে। সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধভাবে নাচে এবং তাদের ঝুমুর নাচ খুবই জনপ্রিয় বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গো 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নৃত্য পরিবেশনের দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ • "উদ্দীপকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করেনি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

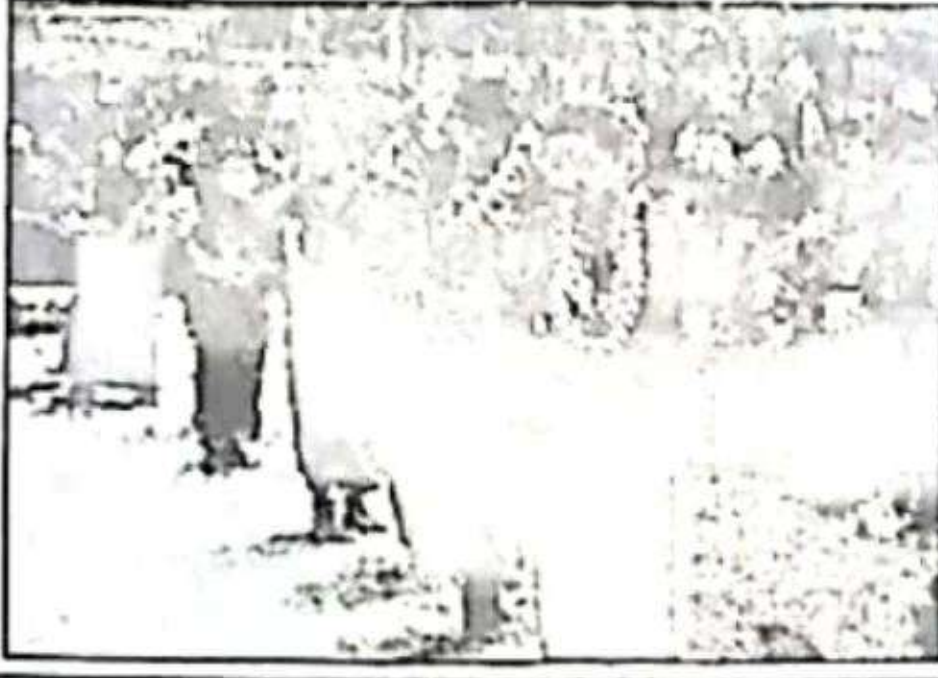
● আমাদের দেশে নানান ধরনের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে। তারা আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে। তাদের কথাবার্তা, জীবনধারণ পদ্ধতি, ভাষা, খাবার সবকিছু আমাদের থেকে আলাদা।

● উদ্দীপকে আদিবাসীদের নৃত্য পরিবেশনের দিকটি চিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, তারা দলবদ্ধভাবে নৃত্য পরিবেশন করছে। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধে সাঁওতালদের সার্বিক জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শুধু সাঁওতাল নয়, বরং অন্যান্য জাতিসত্তা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায় প্রবন্ধে। যেমন চাকমাদের বসবাস ও জীবনযাপন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে প্রবন্ধে। তারা চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। নিজেদের মধ্যে তারা 'চাঙমা' নামে পরিচিত। এছাড়াও গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা ইত্যাদি জাতিসত্তা সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে প্রবন্ধে।

● উদ্দীপকে কেবল নৃত্যের একটি খণ্ডচিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধে সাঁওতালদের জীবন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনার পাশাপাশি অন্যান্য জাতিসত্তা সম্পর্কেও রয়েছে অনেক তথ্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ধারণ করেনি। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকের বিষয় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব আনন্দ।

প্রশ্ন ৩।



বৈসাবিতে মজেছে পাহাড়

রাজমাটি প্রতিনিধি

রাজমাটি পৌরসভা চত্বরে গতকাল সকালে চার দিনের বৈসাবি উৎসবের নানা অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেছেন চাকমা সার্কেল চিফ রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে ১২ এপ্রিল ফুলবিজু, ১৩ এপ্রিল মূলবিজু, ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ চাকমা ভাষায় গোজ্জাপোজ্জা ও ১৫ এপ্রিল মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জলকেলি উৎসব। এ ছাড়াও প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে থাকছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নৃত্য-সংগীত, ছুম খেলাধুলা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পণ্য প্রদর্শনী, বেইন বোনা প্রতিযোগিতা ও চাকমা নাট্যোৎসব।

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন- ১০ এপ্রিল, ২০১৭]



- ক. একই গোত্রে বিবাহ কোন সমাজে নিষিদ্ধ? ১
- খ. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের আংশিক ভাবে ধারণ করে।"— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. একই গোত্রে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ।
- খ. দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের বিরাট অবদান থাকায় তারা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ।
- গ. বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙালি জাতি আরও বর্ণিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে। তাদের একতার শক্তি বাংলাদেশকে সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলেছে। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে সেই দেশের সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে। তাই তারা জাতীয় মূলধারারই অংশ।
- ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব পালনের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- আমাদের দেশে বাঙালি জাতি ছাড়াও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস দেখা যায়। তাদের জীবনপ্রণালি আমাদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু তারা আমাদের সংস্কৃতির একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে।
- উদ্দীপকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষদের উৎসব উদযাপনের চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্ষবরণকে সামনে রেখে তাদের নানান আয়োজন থাকে এবং তারা সবাই অত্যন্ত আনন্দমুখর পরিবেশে তা উদযাপন করে। এসব আয়োজনের মধ্যে রয়েছে ফুলবিজু, মূলবিজু, গোজ্জাপোজ্জা, নৃত্যসংগীত, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জলকেলি ইত্যাদি। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের উৎসব পালনের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব পালনের দিকটি ফুটে উঠেছে।
- "উদ্দীপকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের আংশিক ভাবে ধারণ করে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• জাতিতে আমরা বাঙালি হলেও আমাদের দেশে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। জাতিতে তারা আলাদা হলেও তারা আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তারা আমাদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়, বরং আমাদেরই অংশ।

• উদ্দীপকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষদের উৎসব উদযাপনের দিকটি উঠে এসেছে। তারা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান সাজিয়ে বর্ষবরণের আয়োজন করে। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের দৈনন্দিন জীবন, খাদ্য, পোশাক, উৎসব এবং পারিবারিক কাঠামো সম্পর্কে নানা আলোচনা করা হয়েছে।

• উদ্দীপকে শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব উদযাপনের দিকটি ফুটে উঠলেও সেটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের একটি বিশেষ দিকমাত্র। কারণ প্রবন্ধে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের আংশিক ভাবে ধারণ করে। এ কারণে প্রণোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

উদ্দীপকের বিষয় : বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ।

প্রশ্ন ৪। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাঙালি হলেও তাদের ছাড়া আরও লোকজন আছে— চাকমা, গারো, মারমা, রাখাইন সাঁওতাল, ত্রিপুরা, মুরং, তংচঙ্গা ইত্যাদি। এদের ভাষা এদের নিজেদের। দৈনন্দিন জীবনযাপন, আনন্দ-উৎসব তাদের নিজেদের। একই দেশ, অথচ কত বৈচিত্র্য। এটাই বাংলাদেশের গৌরব। আমরা যারা এই দেশে বাস করি, তাদের সবার গৌরব।

[তথ্যসূত্র : এই দেশ এই মানুষ— আমার বাংলা বই, পঞ্চম শ্রেণি, NCTB]



- ক. মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই কোন ধর্মাবলম্বী? ১
- খ. সাঁওতালদের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'নাচোল কৃষক বিদ্রোহ' ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও প্রবন্ধে রয়েছে বৈচিত্র্যময় উদাহরণ ও বস্তবের বিশাল বিস্তৃতি।"— যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- খ. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সাঁওতালদের সংগ্রামী ভূমিকার কারণে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'নাচোল কৃষক বিদ্রোহ' ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।
- গ. সাঁওতালরা প্রধান জীবিকা কৃষির পাশাপাশি শ্রমিক হিসেবেও বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিশেষ করে ব্রিটিশদের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। তাদের এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'নাচোল কৃষক বিদ্রোহ' ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।
- ঘ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের কথা বলার দিক থেকে 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বাংলাদেশে বসবাস করলেও তাদের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতিতে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এতকিছুতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- উদ্দীপকে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এদেশে বাঙালি ছাড়াও চাকমা, গারো, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে। এদের ভাষা, জীবনযাপন, আনন্দ-উৎসবে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এরা বাংলাদেশের মানুষ; আমরা যারা এ দেশে বাস করি তাদের সবার গৌরব। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রবন্ধেও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে। এদের রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনচারণ। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখায় তারা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ। উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি আলোচ্য প্রবন্ধের সঙ্গে এভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ।